**প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট এর ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী - ২০১৩ উদযাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

০৩ জুলাই ২০১৩, বুধবার, পিজিআর হেডকোয়াটার্স, ঢাকা  সেনানিবাস, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান,

উর্দ্ধতন সামরিক-বেসামরিক অফিসারগণ,

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের কম্যান্ড্যান্ট ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী ‘‘প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট'' এর ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এ শুভক্ষণে, আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা সবাই জানেন, ১৯৭৫ সালের ০৫ জুলাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতায় এই রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। আজ এ মাহেন্দ্র মুহুর্তে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতাকে। সময়ের আবর্তে সে দিনের সেই রেজিমেন্টটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ একটি স্বতন্ত্র রেজিমেন্ট হয়েছে।

আমার দায়িত্ব পালনকালে আপনাদের সাথে প্রতিদিনই দেখা হয়। আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও একাগ্রতায় প্রমাণ পাই আপনারা সকলেই বিশেষভাবে নির্বাচিত ও নির্ভরযোগ্য সৈনিক। আপনারা বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বের সাথে গার্ডস এর দায়িত্ব পালন করছেন। সরকার প্রধান হিসেবে এ রেজিমেন্টের সাথে আমার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আপনাদের নিরলস পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার কারণে ‘‘গার্ড রেজিমেন্ট'' আজ একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুসংহত ও প্রশংসিত।

দিবা ও রাত্রীকালীন সময়ে যে কোন বৈরীতা উপেক্ষা করে আপনাদের একনিষ্ঠ কর্তব্য পালন দেখে আমি মুগ্ধ ও গর্বিত হই। প্রতিদিনই আপনাদের কাজের চাপ বাড়ছে, আপনাদের চাপ লাঘবের জন্য রেজিমেন্টের জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আপনাদের ৪৮১ জন জনবল বৃদ্ধির সাথে ২৩টি এপিসিসহ ৬৫টি যানবাহন, ১ হাজার ২২২টি বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র এবং ৯৪টি বিভিন্ন ধরণের আধুনিক সরঞ্জামাদিও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সর্বোপরি আপনাদের রেজিমেন্ট একটি স্বতন্ত্র রেজিমেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নতুন ফরমেশন সাইন প্রবর্তিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রিয় গার্ডস,

আপনারা জানেন, ‘‘দিন বদলের সনদ'' নিয়ে বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, জঙ্গি দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট নিরসনের মতো চ্যালেঞ্জ সরকার মোকাবেলা করেছে। এ দেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটানো ও দেশের অগ্রগতির জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি মাফিক সবকিছুই আমরা করবো ইনশাল্লাহ।

প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

আপনারা জানেন ‘‘ভিশন ২০২১'' অর্জনের লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী ঘোষণা করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের একটি ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত করতে চাই। আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করে এদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই। আপনারা সকলেই ইতোমধ্যে অবগত আছেন যে, বর্তমান সরকার রাশিয়ার সাথে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার মূল্যে এ যাবত কালের সর্ববৃহৎ অস্ত্র চুক্তি করেছে। এই চুক্তির ফলে আমরা খুবই কম মূল্যে অত্যাধুনিক অস্ত্র ক্রয় করছি। এটি সামরিক বাহিনীর সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে। জাতিসংঘ মিশনে এ সকল আধুনিক অস্ত্র আমাদের আরও দায়িত্ব লাভের পথকে সুগম করবে। এতে একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে দেশের জন্যও আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো।

প্রিয় গার্ডস,

দেশ ও জাতির সর্বিক উন্নয়নে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকীকরণে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে আমরা বদ্ধ পরিকর। আমার দুই ভাই ১৫ আগষ্ট শাহাদাৎ বরণকারী শেখ কামাল ও শেখ জামাল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ ভাই দশ বছরের শিশু শেখ রাসেলও ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর অফিসার হবে বলে প্রায়শঃই ইচ্ছা প্রকাশ করতো। এ কারণে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আমার গভীর ভালোবাসা রয়েছে।

আমাদের সরকার ১৯৯৭ সালে সৈনিকদের জন্য দুপুরে রুটির পরিবর্তে ভাত প্রবর্তন করে। ১৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখ হতে সেনাবাহিনীতে কর্মরত জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকদের রসদ বৃদ্ধি করে নতুন রেশন স্কেল প্রণয়ন করে। সেনাবহিনীর সকল সদস্যের জন্য ২০১০ সাল হতে মূল বেতন ও বিভিন্ন ভাতাদি বৃদ্ধি করে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ২০১০ প্রবর্তন করেছে।

আমাদের সেনাবহিনী শান্তি রক্ষায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত আছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এজন্য দেশ ও জাতি হয়েছে গর্বিত, একই সাথে আশান্বিত।

আপনারা সকলে সেই গর্বিত ও দক্ষ সেনাবাহিনী থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত। আপনাদের দীপ্ত ও গর্বিত পদচারণায় এবং কর্তব্য পালনের একনিষ্ঠতায় আমি একটি অত্যন্ত সুশৃংখল বাহিনীর প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। দোয়া করি, আল্লাহ্ রাববুল আলামীন যেন আমাদের এ সম্মান চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখেন।

কার্যকরী কমান্ড চ্যানেল সেনাবাহিনীতে যে কোন কাজ সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। আমি বিশ্বাস করি, সকল স্তরের কমান্ডারদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাদের প্রতি অনুগত থাকলে যে কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে সকল কাজে আপনারা এগিয়ে যাবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি। আমি আশা করি, কমান্ডারগণও তাঁদের অধীনস্থদের প্রতি সবসময়ই প্রয়োজনীয় মনোযোগ বজায় রাখবেন।

প্রিয় গার্ডস,

আজ আমি স্মরণ করছি আপনাদের পূর্বসুরীদের, যারা কর্তব্য পালনকালে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে এ রেজিমেন্টের ইতিহাসকে করেছে গৌরবোজ্জ্বল এবং অনুকরণীয়। এ বিশেষ মুহূর্তে আমি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা যেন তাঁদের বেহেশত বাসী করেন।

পরিশেষে, আমি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট তার চিরাচরিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে আরো সফলতা অর্জনে সক্ষম হোক। আত্মবিশ্বাসী পদভরে তাঁরা আরও সামনে এগিয়ে যাক এ কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।